-২৬৮-

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি

Microcredit Regulatory Authority
৮, শহীদ সাংবাদিক সেলিনা পারভীন সড়ক, গুলফেঁশা প্লাজা (৭ম তলা)
বড় মগবাজার, রমনা, ঢাকা-১২১৭।

সূত্র নং- এমআরএ/লাইসেন্স-১০(২০)/২০১৪- ১০৮৫৬ (৬৯০) তারিখ: ১১/০৫/২০১৪ ইং।

Mithzat
Pl do the needful to implement it
২২/০৫/১৪

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

সকল সনদপ্রাপ্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান

বিষয়: বাংলা ভাষা ব্যবহার প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামোক্ত বিষয়ে রীট পিটিশন নং- ১৬৯৬/২০১৪ এ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের আদেশ এর কপি প্রেরণপূর্বক এর প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

মহামান্য হাইকোর্টের উপরোক্ত আদেশ যথাযথভাবে পরিপালনার্থে আপনাদের প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ড, প্রচারপত্র, গাড়ীর নম্বর প্লেট এবং ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে প্রচারিত বিজ্ঞাপনে ইংরেজী ও মিশ্র ভাষার ব্যবহার বন্ধকরণ এবং সর্বত্র বাংলা ভাষা প্রচলনের নিমিত্তে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আপনাদেরকে পরামর্শ দেয়া হলো।

R E C E I V E D	
Padakhep Manabik Unnayan Kendra	
HR & Admin Division	
Sl. No. ৫০৪৪	Date: ২৪-০৫-১৪
Manager HR&A	
DM/SO/LEAD/HRU/TMU	
Recipient	Officer:

Jafar
Pls. prepare a draft circular on it

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোহাম্মদ ইয়াকুব হোসেন)
উপ-পরিচালক
ফোন: ৮৩১৫৭৯৯।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের নির্দেশে প্রেরণ করা হল।

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দপ্তর
ডাইরী নং- ৫০
তারিখঃ ২৫/২/২০১৪

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট,
হাইকোর্ট বিভাগ
(স্পেশাল অরিজিনাল জুরিজডিকশন)
রীট পিটিশন নং- ১৬৯৬/২০১৪ ইং

যে বিষয়েঃ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১০২ অনুযায়ী আবেদন।
এবং
যে বিষয়েঃ
মোঃ ইউনুছ আলী আকন্দ এডভোকেট, এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার সমিতি, থানা- শাহবাগ, জেলা - ঢাকা।

.... দরখাস্তকারী।

-বনাম-

১। বাংলাদেশ, ইহার পক্ষে মন্ত্রী পরিষদ সচিব, মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ মন্ত্রনালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সচিবালয়, ঢাকা এবং অন্যান্য।

... . প্রতিপক্ষগণ।

এবং
যে বিষয়েঃ
বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩ এবং বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ এর ৩ ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারী অফিস, আদালত, আধা সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সাথে যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ও চিঠিপত্র, আইন আদালতের সওয়াল জবাব এবং অন্যান্য আইনানুগ কার্যাবলী বাংলায় লিখিতে, প্রবর্তন ও কার্যকরী ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য নির্দেশনা চেয়ে আবেদন।

উপস্থিতঃ
জনাব বিচারপতি কাজী রেজা উল হক
এবং
জনাব বিচারপতি এ.বি.এম. আলতাফ হোসেন

১৭/০২/২০১৪ খ্রিঃ

জনাব তবারক হোসেন, সঙ্গে
জনাব মোঃ ইউনুছ আলী আকন্দ, এডভোকেট
.... দরখাস্তকারীর পক্ষে।
জনাব বিশ্বজিৎ রায়, ডেপুটি এটর্নী জেনারেল সঙ্গে
জনাব স্বরুপ কান্তি, সহকারী এটর্নী জেনারেল সঙ্গে
জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী এটর্নী জেনারেল
.... প্রতিপক্ষগনের পক্ষে।

অত্র আবেদনটি একটি জনস্বার্থমূলক আবেদন বিধায় রীট আবেদন হিসাবে লিপিবদ্ধ করা হউক।

আবেদনকারী একজন বিজ্ঞ আইনজীবী এবং তিনি স্বয়ং আবেদনটি উপস্থাপন করেন। বিজ্ঞ আইনজীবীর উপস্থাপনা ও আবেদনের প্রেক্ষিতে ইহা প্রতীয়মান হয় যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩ নং অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের ভাষা বাংলা হিসাবে সুস্পষ্ট ভাবে সন্নিবেশিত এবং বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ প্রবর্তন হয়, তথাপিও স্বাধীনতার ৪২ বৎসর ও আইনটি প্রবর্তনের ২৬ বৎসর পরও বাংলা ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বাংলা ভাষা ব্যবহারে তেমন কোন আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না, উপরন্তু নিষ্ক্রিয়তা ও বিজাতীয় ভাষা ব্যবহারের প্রতি অতীব আগ্রহ লক্ষণীয়।

১২ই মার্চ ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, গণভবন, ঢাকা এর সংখ্যা ৩০/১২/৭৫, সাধারন - ৭২৯/১ (৪০০) এর মাধ্যমে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষা প্রচলন সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশ, ১৯৭৫ জারী করেন। এর প্রেক্ষিতে ২৩ ইং অক্টোবর ১৯৭৫ রাষ্ট্রপতি সচিবালয়, রাষ্ট্রপতি বিভাগ, বঙ্গভবন, ঢাকা হইতে নং - ৩০/১২/৭৫, সাধারন - ৩৭০/১ (৩০০) সূত্রে বাংলা ভাষা প্রচলন সংক্রান্ত প্রথম সরকারি আদেশ পত্র, ১৯৭৫ আদেশ জারী করা হয়। এর পর ১৯৭৯ সালের ১২ ই জানুয়ারি মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের ২৮ শে ডিসেম্বর, ১৯৭৮ এর প্রেক্ষিতে বাংলা ভাষা প্রচলন সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশ, ১৯৭৮ জারী করা হয়। কিন্তু অতিব পরিতাপের বিষয় এই যে, অদ্যাবধি বাংলা ভাষা প্রচলনের ক্ষেত্রে সরকার, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কোন আশানুরূপ পদক্ষেপ গ্রহন তো দূরে থাক, বরং

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
ডায়েরি নং ৬১১
তারিখ ২৫/০২/১৪

কোন কোন ক্ষেত্রে বিজাতীয় ভাষাকে প্রাধান্য ও উপযাজক হয়ে ব্যবহার ও পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষণীয়। শিক্ষা ক্ষেত্রেও বাংলার পরিবর্তে বিজাতীয় ভাষার ব্যবহার ও শিক্ষাদানের জন্য অতীব আগ্রহী কিছু মানুষের পৃষ্ঠপোষকতা লক্ষণীয় যাহা বাংলা ভাষাভাষী ও বাঙালির জন্য মোটেই মঙ্গলজনক নয় এবং ইহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ও বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞারই প্রতিফলন।

যেহেতু, বাংলা ভাষা এইদেশের শতকরা অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা , সংবিধানেও বাংলা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃত এবং ২১ শে ফেব্রুয়ারি আজ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত, এবং জনমনে নিজ ভাষায় সর্বত্র ও সর্বক্ষেত্রে ব্যবহারের চাহিদা ও প্রয়োজনীতা পরিলক্ষিত হয় এবং বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ ও বিভিন্ন সময় বাংলা ভাষা প্রচলনের জন্য দেশের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে জারীকৃত আদেশ অদ্যাবধি বিদ্যমান, তাই-

দেশের সর্বত্র বাংলা ভাষা প্রচলনের উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে কেন সম্যক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে না মর্মে, (১) সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ, (২) সচিব, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (৩) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, (৪) সচিব, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, (৫) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ও (৬) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সর্ব ঠিকানা- বাংলাদেশ সচিবালয়, রমনা, ঢাকা-১০০০, এর উপর রুল জারী করা হউক।

ইত্যবসরে, উপরোক্ত প্রতিপক্ষগনকে আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে দেশের সর্বত্র সকল সাইন বোর্ড, বিলবোর্ড, ব্যানার, গাড়ীর নম্বর প্লেট, সকল সরকারি দপ্তরের নাম ফলক (দূতাবাস, বিদেশী সংস্থা ও তৎসংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র ব্যতিত) ও ইলেক্ট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়াতে ইংরেজী বিজ্ঞাপন ও মিশ্র ভাষার ব্যবহার বন্ধ করার নিমেত্তে আশু ব্যবস্থা গ্রহন করতঃ অনতিবিলম্বে অত্র আদালতকে অবহিতকরনের জন্য নির্দেশ দেওয়া হইল।

অত্র রুলটি আগামী ০২(দুই) সপ্তাহান্তে ফেরৎযোগ্য।

অত্র আবেদনটি নথিভূক্তীকরন, রুলটি জারী ও তৎসংক্রান্তের সকল খরচ সুপ্রীম কোর্ট বহন করিবে।

আগামী ০১/০৪/২০১৪ খ্রিঃ, পরবর্তী আদেশের জন্য দিন ধার্য্য করা হইল।

কাজী রেজা উল হক

এ.বি.এম. আলতাফ হোসেন

প্রাপকঃ

~~(১) সচিব, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ,~~

(২) সচিব, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়,

(৩) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,

(৪) সচিব, ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়,

(৫) সচিব, তথ্য মন্ত্রনালয়, ও

(৬) সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সর্ব ঠিকানা- বাংলাদেশ সচিবালয়, রমনা, ঢাকা-১০০০,

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য প্রেরিত হইল।

সুপারিনটেন্ডেন্ট

সহকারী রেজিস্ট্রার
23-2-14

সুমন/২৩/০২.২০১৪

তুলনাকারীঃ 23.2.14

পরীক্ষাকারীঃ 23.2.14

প্রস্তুতকারীঃ 23-2-14